দশম অধ্যায়

হেমায়েত বাহিনী ও মুক্তি-প্রশাসন

হেমায়েত বাহিনীর বিন্যাস

যুদ্ধ ও প্রশিক্ষণের সমন্বয়ে হেমায়েত অঞ্চলের ১২ (বার) টি থানার প্রতিনিধি সমন্বয়ে হেমায়েত বাহিনীর বিন্যাস। তাঁর সমন্বয়ে কমিটির অধীনে পরিচালিত প্রধান প্রধান কটি অঞ্চল:

১। সদর দপ্তর।
২। পরিচালনা কমিটি।
৩। সামরিক সংগঠন।
৪। প্রশিক্ষণ।
৫। মহিলা ক্যাডার।
৬। গোয়েন্দা বিভাগ।
৭। সরবরাহ বিভাগ-অতিরিক্ত খাদ্য ভাণ্ডার।
৮। অস্ত্র গোলাবারুদ ভাণ্ডার।
৯। একাউন্টস ব্রাঞ্চ (অর্থ বিভাগ)।
১০। বিচার বিভাগ।
১১। চিকিৎসা বিভাগ।
১২। শরণার্থী সামাল।
১৩। কমিউনিকেশন বোর্ড বা যোগাযোগ বিভাগ। যার অধীন লঞ্চ বিভাগ।
১৪। কুরিয়ার কোম্পানি বা সংবাদ। সংগ্রহকারী ও প্রেরণকারী টিম।

সদর দপ্তর।

মজবুত সাংগঠনিক কাঠামোর নিয়ামক শক্তি সদর দপ্তর। হেমায়েত বাহিনীর প্রধানদের সাফল্যের গুণে পুরা যুদ্ধ ও প্রশাসনে সাফল্য এসেছে। হেমায়েত বাহিনীর হেডকোয়াটার বা সদর দপ্তরের বিভাগীয় প্রধান :

ক্রমিক নং	বিভাগের নাম	বিভাগীয় প্রধান	পরিচিতি	মন্তব্য
১	হেমায়েত বাহিনী	হেমায়েত উদ্দিন	ই বি আর	২ই বি আর
২	এ্যাডজুডেন্ট	আহসান হাবিব	জে সি ও	এডুকেশন কোর
৩	গোলাবারুদ	সুবেদার আলি আহম্মেদ	জে সি ও	
৪	গোয়েন্দা	মন্টু দাস গুপ্ত		মন্টু দাসগুপ্ত ও রাফায়েল ব্যাপার মোট পঞ্চাশ জনের উর্ধ্বে
৫	হাসপাতাল	ডা: বাবু শ্যামাপদ	এম বিবি এস	ডা. বাবু শ্যামাপদসহ মোট আঠার জন
৬	সুইসাইডেল বা আত্মহুতি কোম্পানির কমান্ডার	হেমায়েত উদ্দিন	২ই বি আর	বাহিনী প্রধান নিজে
৭	খাদ্য রসদ সরবরাহ	গোলামমোস্তফা হাবিবুর রহমান	নায়েক হেডক্লার্ক ই বি আর	শিক্ষায় বি কম
৮	বিচার	৯সদস্য বিভাগের ৩ জন ক।শেখআবদুল আজিজ খ।আবদুল গফুর পাইক গ।লালমোহন বিশ্বাস	আওয়ামী লীগ	ডা.লালমোহন বিশ্বাসসহ পনের সদস্য বিশিষ্ট কমিটি
৯	বিচার বিভাগ ও	হেমায়েত উদ্দিন	এডভোকেট	বাড়ি বরিশালের

	আইন উপদেষ্টা			উজিরপুর
১০	শরণার্থী	আব্দুস সাত্তার মৃধা	এম ও ডি সি। (মিনিস্ট্রি অব ডিফেন্স কনষ্টেবুলারি)	শহিদ [এম ও ডি সি'র মত পুরা এক কোম্পানি ফিল্ড তৎপরতায় কাজ করেছে।
১১	সদর দপ্তরের দায়িত্বে	আবদুর রশিদ	ই বি আর হেড ক্লার্ক সুবেদার	প্রথমজনের শাহাদাতের পর চার্জ নেন সেকেন্ড-ইন-কমান্ড এনামুল হক এবং সুপারভাইজার আসাদুজ্জামান হাবিব
১২	অর্থ বিভাগ	হাবিবুর রহমান	বি কম	
১৩	যোগাযোগ বা কমিউনিকেশন	আব্দুর রশিদ	ই বি আর ক্লার্ক	
১৪	কুরিয়ারকোম্পানি	এনামুল হক	ব্যাংক কর্মচারী	কালকিনি থানায় বাড়ি
১৫	মহিলা বিভাগ	শ্রীমতীআশালতা বৈদ্য		

পরিচালনা কমিটি

সুদক্ষ পরিচালনা কমিটি নেপথ্য শক্তিরূপে যোদ্ধাদের সকল গুরুত্বপূর্ণ সরঞ্জামের যোগান ও প্রয়োজন মিটিয়েছে। যোদ্ধাদের সাথে গণসংযোগ রচনা করেছে পরিচালনা কমিটি।

হেমায়েত বাহিনীর পরিচালনা কমিটি বা প্রশাসনিক টিম ও বিচার বিভাগ, উপদেষ্টামণ্ডলী সমন্বয়ে গঠিত হেমায়েত বাহিনী :

ক্রমিক নং	নাম	রাজনৈতিক/সামাজিক পরিচিতি	থানা	মন্তব্য
১	আসমত আলি খান	আওয়ামী লীগ	মাদারিপুর	এম পি এ
২	ডা. শ্যামাপদ বৈদ্য	আওয়ামী লীগ	মাদারিপুর	হেমায়েত বাহিনীর প্রধান চিকিৎসক
৩	বাবু হরনাথ বাইন	আওয়ামী লীগ	উজিরপুর	এম পি এ
৪	হেমায়েত উদ্দিন	আওয়ামী লীগ	উজিরপুর	এডভোকেট

হেমায়েতবাহিনী- ২২

মুক্তি-প্রশাসন

৫	আবদুল গফুর	আওয়ামী লীগ	উজিরপুর	ডাক্তার। থানা আওয়ামী লীগ সদস্য
৬	আবদুল জব্বারহাওলাদার	আওয়ামী লীগ	উজিরপুর	
৭	সরদার রহমত জান	আওয়ামী লীগ	গোপালগঞ্জ	
৮	আবদুল ওহাব খান	আওয়ামী লীগ	গোপালগঞ্জ	
৯	মো: মোজাম সরদার	আওয়ামী লীগ	গোপালগঞ্জ	
১০	ইউনুস সরদার	আওয়ামী লীগ	গোপালগঞ্জ	
১১	বাদশা মোল্লা	আওয়ামী লীগ	গোপালগঞ্জ	
১২	শেখ আকরাম হোসেন	আওয়ামী লীগ	টুঙ্গিপাড়া	বঙ্গবন্ধুর ঘনিষ্ঠজন

১৩	শেখ মানিক মিয়া	আওয়ামী লীগ	টুঙ্গিপাড়া	
১৪	বাদশা তালুকদার	আওয়ামী লীগ	টুঙ্গিপাড়া	
১৫	হেমায়েত উদ্দিন	আওয়ামী লীগ	বটিয়াঘাটা (বরিশাল)	ডাক্তার
১৬	আবদুল আজিজ	আওয়ামী লীগ	উত্তর পাড়া	
১৭	গিনেশ বাবু	ভাসানি ন্যাপ	কালকিনি	অধ্যক্ষ, শশিধর কলেজ ও হাই স্কুল
১৮	বাবু সুনীল সরকার	কমিউনিষ্ট পার্টি	কালকিনি	
১৯	বাবু মন্টু দাস গুপ্ত	ন্যাপ কমিউনিষ্ট পার্টি	গৌরনদী	
২০	মোহাম্মদ মোজাম্মেল হোসেন মোজাম	ন্যাপ কমিউনিষ্ট	গৌরনদী	
২১	বাবু দ্বিজেন ঘট	ভাসানি ন্যাপ	গৌরনদী	
২২	কাজি শাহ আলম	আওয়ামী লীগ	গৌরনদী	
২৩	জেমস মাইকেল রাফেল	আওয়ামী লীগ	গৌরনদী	
২৪	আবদুল গফুর	আওয়ামী লীগ	কোটালিপাড়া গোপালগঞ্জ	
২৫	ফকরুল ইসলাম	কমিউনিস্ট পার্টি	বরিশাল (সাতলা)	ইউনিয়ন চেয়ারম্যান
২৬	বাবু লক্ষ্মী কান্ত বল	আওয়ামী লীগ	কোটালিপাড়া	প্রাক্তন এম পি
২৭	বাবু চিত্তরঞ্জন গাইন	আওয়ামী লীগ	কোটালিপাড়া	কোটালিপাড়া থানা আওয়ামী লীগ সেক্রেটারী।
২৮	আবদুল গফুর পাইক	আওয়ামী লীগ	কোটালিপাড়া	থানা আওয়ামী লীগ সাংগঠনিক সম্পাদক
২৯	আবদুল আজিজ শেখ	আওয়ামী লীগ	কোটালিপাড়া	সাধারণ সম্পাদক, থানা আওয়ামীলীগ, কোটালিপাড়া
৩০	মুনশি আবুয়াল কাশেম	আওয়ামী লীগ	কোটালিপাড়া	
৩১	কাজি আশরাফ উদ্দিন	আওয়ামী লীগ	কোটালিপাড়া	
৩২	সন্তোষ ঠাকুর	কমিউনিস্ট পার্টি	কোটালিপাড়া	গৌরনদী, বরিশাল
৩৩	আবদুল হালিম	প্রফেসর বাংলা		রামদিয়া কলেজ, রামদিয়া

মুক্তি-প্রশাসন

কোটালিপাড়া থানা মুক্তিযোদ্ধা প্রশাসনিক কমিটি

টিম সদস্যদের সংখ্যা কিছুটা বড় হবার সঙ্গত কারণ কেউ আহত/নিহত/অনুপস্থিত হলে তাৎক্ষণিকভাবে অন্যে তার স্থানাপন্ন হতেন।

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	মন্তব্য
১	শেখ আবদুল আজিজ	সেক্রেটারি, থানা আওয়ামী লীগ	
২	আবদুল গফুর পাইক	সাংগঠনিক সম্পাদক থানা আওয়ামী লীগ	
৩	ছোট আজিজ	থানা আওয়ামী লীগ	
৪	মোহাম্মদ শামসুল হক	কোটালিপাড়া থানা	হেমায়েতের বড় ভাই
৫	মোহাম্মদ আবুল হোসেন	থানা আওয়ামী লীগ	
৬	নোমান খন্দকার	থানা আওয়ামী লীগ	
৭	শ্রীমতী আশালতা বৈদ্য	মিহিলা সদস্য	মুক্তিযোদ্ধা
৮	ডা. লালমোহন বিশ্বাস	সদস্য, আওয়ামী লীগ	
৯	বাবু ঠাকুর দাস বিশ্বাস	সদস্য, আওয়ামী লীগ	
১০	বাবু পঞ্চানন ওঝা	সদস্য, আওয়ামী লীগ	
১১	কবি আবদুস সামাদ	সদস্য, আওয়ামী লীগ	
১২	মুনশি আবুয়াল কাশেম	সদস্য, আওয়ামী লীগ	
১৩	মোদাচ্ছের হোসেন ঠাকুর	সদস্য, থানা আওয়ামী লীগ	
১৪	শ্রীধাম ওঝা	সদস্য, থানা আওয়ামী লীগ	
১৫	মোজাম সরদার	সদস্য, থানা আওয়ামী লীগ	

সামরিক সংগঠন

১	সর্বমোট সক্রিয় সশস্ত্র মুক্তিযোদ্ধা	-৫,৫৫৮
২	নিয়মিত বাহিনী-বিভিন্ন আর্ম/সার্ভিস	-৩৬৫
৩	বাংলাদেশের অভ্যন্তরে সরাসরি হেমায়েতের তত্ত্বাবধানে	-৩,২০০
৪	কোম্পানি সংখ্যা	-৪৩ (হেড কোয়াটার আত্মঘাতী কোম্পানি ১+নিয়মিত কোম্পানি ৪২)
৫	প্রতি নিয়মিত কোম্পানির প্লাটুন সংখ্যা	-৪
৬	প্রতি নিয়মিত কোম্পানি প্লাটুন জনবল সংখ্যা	-৩০
৭	প্রতি নিয়মিত কোম্পানি সেকশন সংখ্যা	-৩
৮	প্রতি নিয়মিত কোম্পানি প্লাটুন সেকশন জনবল সংখ্যা	-১০
৯	হেডকোয়াটার আত্মঘাতী কোম্পানি জনবল	-৩৫০
১০	প্রতি কোম্পানিতে কোম্পানি কমান্ডার	-১x৪৩=৪৩
১১	প্রতি কোম্পানিতে সহকারী কোম্পানি কমান্ডার	-১x৪৩=৪৩
১২	নিয়মিত কোম্পানির সহকারী প্লাটুন কমান্ডার	=৮২x৪=১৬৮
হেডকোয়াটার কোম্পানির কার্যধারার সাথে মিল রেখে তার গঠন প্রণালী ও শৃঙ্খলা বিশেষভাবে আলাদা।		

হেড কোয়াটার কোম্পানি

সূচনা

হেডকোয়াটার কোম্পানি হেমায়েত বাহিনীর প্রাণ শক্তি। এটা মূলত সুইসাইডেল বা আত্মঘাতী কোম্পানি। স্বয়ং বাহিনী প্রধান হেমায়েত উদ্দিন তার কমান্ডার। শ্রী কমলেশ চন্দ্র বেদজ্ঞ বাবু তার সেকেন্ড ইন কমান্ড। সবচেয়ে দ্রুত ভ্রাম্যমাণ সঞ্চরণশীল হেডকোয়াটার কোম্পানি। হেমায়েত বাহিনীর তৎপরতার এলাকায় ৩৫০ জনের বহর নিয়ে ঝড়ো গতি ঘুরে বেড়াতেন হেমায়েত।

কর্মধারা

বড় রকমের ঝুঁকিপূর্ণ যুদ্ধ সম্ভাবনার স্থলে ত্বরিৎ উপস্থিতি মানেই হেডকোয়াটার কোম্পানি। যুদ্ধস্থলে উপস্থিত নিয়মিত কোম্পানির সাথে মিশে শত্রুর বিরুদ্ধে সমন্বিত আক্রমণ চালাত হেডকোয়াটার কোম্পানি। বাহিনী প্রধান নিয়ন্ত্রিত কোম্পানিটি অন্যান্য কোম্পানিতে যুদ্ধের পর্যায়ক্রম সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা দিত। পারত পক্ষে রেকি ছাড়া কোন আক্রমণ পরিচালিত হতো না। হেমায়েত বাহিনীর যুদ্ধের ঢং বা ফেইজ মূলত দু প্রকার :

ক। রেইড, এবং খ। এ্যাম্বুশ।।

মাঝে মধ্যে পাকআমির বড় বড় ঘাঁটিতে প্রথাগত রণকৌশলে আক্রমণ চলতো । আক্রান্ত শত্রুর সাহায্যে যাতে বাইরের সাহায্য আসতে না পারে পূর্বাহ্নে তার অবরোধ ঘটতো।

হেমায়েত বাহিনী কোম্পানি কমান্ডার

ক্রমিক নং	নাম	পদবি	আর্ম/সার্ভিস	ঠিকানা/থানা	বিশেষ মন্তব্য
১.	মিন্নাথ শিকদার	এফ এফ	ফ্রিডম ফাইটার	কোটালিপাড়া	ভারতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত
২.	আবদুল হাকিম বিশ্বাস	এফ এফ	ফ্রিডম ফাইটার	কোটালিপাড়া	ভারতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত
৩.	মোহাম্মদ হাছান সেরনিয়াবাত	সুবেদার	আর্মার কোর	কোটালিপাড়া	সেনা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত
৪.	ইউসুফ আলি শিকদার	নায়েক	ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট	কোটালিপাড়া	সেনা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত
৫.	মজিবর রহমান	এফ এফ	ছাত্র	কোটালিপাড়া	স্থানিয় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত
৬.	গোকুল চন্দ্র	এফ এফ	যুব শক্তি	কালকিনি	স্থানিয় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত
৭.	ওঠেকন উদ্দিন খান	এফ এফ	ফ্রিডম ফাইটার	কোটালিপাড়া	ভারতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত

মুক্তি-প্রশাসন

৮.	কাজি আশরাফ উদ্দিন টুকু	বি এল এফ	বাংলাদেশ লিবারেশন ফোর্স	কোটালিপাড়া	ভারতে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত
৯.	মকবুল দাড়িয়া আশ্রাফ আলি	নায়েক এম এফ	আর্টিলারি ই বি আর	কোটালিপাড়া গ্রাম হিরন	মুক্তিযুদ্ধে পাকআর্মি কর্তৃক ধৃত ও জেলে বন্দি। সেনা প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত মকবুল দাড়িয়ার অনুপস্থিতিতেকোম্পানি কমান্ডার সেনা প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত
১০.	লুৎফর রহমান	সুবেদার	ই পি আর	কোটালিপাড়া	সেনা প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত
১১.	শামসুল হক	এফ এফ	ছাত্র	কোটালিপাড়া	স্থানীয় প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত
১২.	চিত্তরঞ্জন বল	এফ এফ	ছাত্র	কোটালিপাড়া	স্থানীয় প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত
১৩.	হোসেন আলি	এফ এফ	আনসার	কোটালিপাড়া	সেনা প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত
১৪.	আবদুল বারি সরদার	হাবিলদার	ই বি আর	গোপালগঞ্জ	সেনা প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত
১৫.	মোহন সর্দার	এফ এফ	ছাত্র	গোপালগঞ্জ	স্থানীয় প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত
১৬.	আহমদ আলি	এফ এফ	ই পি আর	গোপালগঞ্জ	সেনা প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত
১৭.	সাহেব আলি	নায়েক	আর্মি	গোপালগঞ্জ	সেনা প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত গুরুতর অপরাধ জনিত কারণে মুক্তিযুদ্ধকালীন বিচারে ফায়ারিং স্কোয়াডে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত।
১৮.	শেখসোলায়মান (নায়েক) আবুবকার	এফ এফ	ই বি আর যুব শক্তি	গোপালগঞ্জ গোপালগঞ্জ	স্থানীয় প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত বিপর্যয়ে স্থানাপন্ন
১৯.	আবদুল হালিম	এফ এফ	ই পি আর	গোপালগঞ্জ	-
২০.	আবদুস সালাম	এফ এফ	ই পি আর	কালকিনি	শহিদ
২১.	কবির আহমদ	সিপাই	আর্মি	কালকিনি	-
২২.	মকবুল হোসেন	ল্যান্সনায়েক	ই পি আর	কালকিনি	শহিদ
২৩.	আবদুল জব্বার	সিপাই	এ এস সি	কালকিনি	-
২৪.	হাবিবুর রহমান হাওলাদার	সিপাই	ই পি আর	কালকিনি	-
২৫.	আবদুল মুকিত	এফ এফ	গেরিলা	টুঙ্গিপাড়া	ভারতে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত
২৬.	বাহার তালুকদার	বিএল এফ	ছাত্র	টুঙ্গিপাড়া	-

২৭.	বেলায়েত হোসেন	এফ এফ	ছাত্র	টুঙ্গিপাড়া	শহিদ
২৮.	আবুল বাশার খান	এফ এফ	ছাত্র	মুকসেদপুর	শহিদ
২৯.	আবদুল ওয়াজেদ মোল্লা	নায়েক	ই বি আর	মুকসেদপুর	শহিদ
৩০.	আবদুর রকিব সেরনিয়াবাত (তিনি আবদুর রব সেরনিয়াবাতের ভাতিজা। সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট হিসাবে পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে চাকরি লাভ করেন। কিন্তু সেখানে যোগদান না করে বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধে যোগ দেন।)	এফএফ ফ্রিডম ফাইটার	ফ্রিডম ফাইটার	গৌরনদী	ছাত্রনেতা। প্রথমে হেমায়েত বাহিনীর সেকেন্ড ইন কমান্ড স্বাধীনতার পর আততায়ীর গুলিতে নিহত
৩১.	সেকান্দার আলি	এফ এফ	আনসার	গৌরনদী	-
৩২.	নুর মোহাম্মদ গোমস্তা	এফ এফ	আনসার	গৌরনদী	-
৩৩.	ইউসুফ আলি	এফ এফ	ফ্রিডম ফাইটার	গৌরনদী	গুরুতর অপরাধজনিত কারণে মুক্তিযুদ্ধকালীন বিচারে ফায়ারিং স্কোয়াডে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত
৩৪	আবদুল খালেক পাইক	এফ এফ (মুক্তি ফৌজ)	এ এস সি	গৌরনদী	সেনা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত
৩৫	শামসুল হক	এফ এফ	এ এম সি	গৌরনদী	-
৩৬	আলমগীর হোসেন আলম	এম এফ	ই বি আর	স্বরূপকাঠি	সেনা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নায়েক; জয়দেবপুর থেকে হেমায়েতের যুদ্ধসাথী
৩৭.	ইদ্রিস আলি	এফ এফ	ই পি আর	উজিরপুর	-
৩৮.	মোহাম্মদ ওসমান শেখ	এফ এফ	আনসার	নলছিটি	শহিদ
৩৯.	ইব্রাহিম খান	এফ এফ	মুজাহিদ	কাপাসিয়া	শহিদ
৪০.	আশ্রাফ আলি	এম এফ	ই বি আর	গ্রাম: হিরন। থানা?	-
৪১.	হাবিলদার আবুল হাশেম	এস এস সি	এ এস সি	?	পরবর্তীকালে সুবেদার পদে অবসরগ্রহণ

মুক্তি-প্রশাসন

হেমায়েত বাহিনীর ক্যাম্প/ব্যাজ-গ্রুপ কমান্ডার

কোম্পানি কমান্ডারদের বাইরে হেমায়েত বাহিনীর বিভিন্ন ক্যাম্প/ব্যাজ-গ্রুপ কমান্ডার হিসেবে অনেক কাজ করেছেন। একই ব্যক্তি ক্যাম্প কমান্ডারের সাথে কোম্পানি কমান্ডারদের কাজও করেছেন। একাধিক স্থানে তাঁদের নামের উপস্থিতির কারণ দ্বৈত দায়িত্ব। ক্রমিক নাম

ক্রমিক নং	নাম	পেশা	থানা	মন্তব্য
১.	আহসান হাবিব	আর্মি	উজিরপুর	মরহুম। আর্মি এডুকেশন কোরে লেফটেন্যান্ট।
২.	আবদুর রকিব সেরনিয়াবাত	ছাত্র	গৌরনদী	স্বাধীনের পর শত্রুর গুলিতে নিহত। শহিদ। পাকিস্তান আর্মিতে লেফটেন্যান্ট পদে ভর্তি। পরে মুক্তিযুদ্ধে যোগদান।
৩.	আবদুস সাত্তার মৃধা	আর্মি	গৌরনদী	টরকি নগর হাটের যুদ্ধে শহিদ।
৪.	আবুল হাশেম মীর।	আর্মি হাবিলদার	গৌরনদী	এ এস সি দায়িত্ব ছেড়ে পলায়ন।
৫.	নুর মোহাম্মদ গোমস্তা	আনসার কমান্ডার	গৌরনদী	যুদ্ধ কৌশলী
৬.	শাহ সেকান্দার	আনসার কমান্ডার	গৌরনদী	যুদ্ধ কৌশলী
৭.	ইব্রাহিম খাঁন	মুজাহিদ	কাপাসিয়া	শহিদ ঢাকা জয়দেবপুর থেকে হেমায়েত সাথী
৮.	আবদুল জব্বার	আর্মি	কালকিনি	এ এস সি
৯.	মকবুল হোসেন	ল্যান্স নায়েক ই পি আর	কালকিনি	রামশীল যুদ্ধে সম্মুখ সমরে শহিদ।
১০.	আবদুস সালাম	ই পি আর	কালকিনি	টুঙ্গিপাড়া, পাটগেতি নুরু মিয়ার বাড়ির রাজাকার ক্যাম্প অপারেশনে শহিদ।
১১.	শ্রী গোকুল চন্দ্র	যুবক	কালকিনি	
১২.	আবদুল খালেক পাইক	আর্মি	আগৈলঝাড়া	
১৩.	বেলায়েত হোসেন	ছাত্র	টুঙ্গিপাড়া	শহিদ
১৪.	আবদুল হালিম	এয়ার ফোর্স	গোপালগঞ্জ।	
১৫.	গোলাম মোস্তফা	আর্মি ইবিআর	কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	ডাকনাম-মর্তুজা অস্ত্রাগার কিমান্ডার(প্রথমে নায়েক; পরবর্তীকালে হাবিলদার মেজর)
১৬.	আবদুল বারি	আর্মি/ ইবিআর	গোপালগঞ্জ	পরবর্তীকালে হাবিলদার মেজর
১৭.	আহমদ আলি	ই পি আর	কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	অবসরপ্রাপ্ত নায়েব সুবেদার
১৮.	আবদুল হাকিম বিশ্বাস	ছাত্র	কোটালিপাড়া	ভারতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত।
১৯.	লুৎফর রহমান	ই পি আর	কোটালিপাড়া	পরবর্তীকালে নায়েব সুবেদার

২০.	হাসান সেরনিয়াবাত	আর্মি	কোটালিপাড়া	পরবর্তীকালে নায়েব সুবেদার
২১.	ইউসুফ শিকদার	আর্মি/ইবিআর	কোটালিপাড়া	নায়েক
২২.	আতিয়ার মোল্লা	ছাত্র	কোটালিপাড়া	ডাক্তার। প্রশিক্ষণের জন্য ভারতে প্রেরিত হন।
২৩.	মন্মথন শিকদার	ছাত্র	কোটালিপাড়া	ভারতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত
২৪.	মকবুল হোসেন দাড়িয়া	আর্মি	কোটালিপাড়া	সিপাই
২৫.	সেকান্দার আলি	আর্মি	কোটালিপাড়া	নায়েক থেকে হাবিলদার জিয়া ক্যু-তে চাকরিচ্যুত।
২৬.	ফুরু মিঃা	আনসার	কোটালিপাড়া	
২৭.	মনিদ্র	ছাত্র	কোটালিপাড়া	
২৮.	শামসু মিঃা	যুবক	কোটালিপাড়া	
২৯.	শেখ জবেদ আলি	ওয়ারেন্ট অফিসার (এয়ারফোর্স)	কোটালিপাড়া	প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত সেন্টার অধিনায়ক
৩০.	আবদুল খালেক শেখ	ইঞ্জিনিয়ার কোর	কোটালিপাড়া	প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত। সেন্টারে প্রধান প্রশিক্ষক
৩১.	সুবেদার কলিম উল্যা	ইপিআর	কোটালিপাড়া	যুদ্ধ কৌশলী
৩২.	শ্রী কমলেশ চন্দ্র বেদজ্ঞ	শিক্ষক	কোটালিপাড়া	স্বাধীনতার পর নির্বাচন কোন্দলে নিহত
৩৩.	আবদুল মালেক সরদার	আর্মি/ইবিআর	কোটালিপাড়া	যুদ্ধ কৌশলী
৩৪.	কমান্ডার আলম	আর্মি/ইবিআর	স্বরূপকাঠি	পরবর্তীতে অবসরপ্রাপ্ত নায়েক
৩৫.	কমান্ডার জহুরুল হক	আনসার/কমান্ডার	কোটালিপাড়া গ্রাম:টুপারিয়া	বাংলাদেশ ও ভারতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত; অপঘাতে তাঁর মৃত্যু হয়।
৩৬.	কমান্ডার মো: ইসহাক চৌধুরী	পুলিশ	কোটালিপাড়া গ্রাম: কুশলা	যুদ্ধ কৌশলী
৩৭.	কমান্ডার কাজি আবদুল হামিদ	পুলিশ	কোটালিপাড়া গ্রাম:কুরপালা	প্রশিক্ষণ কমান্ডার
৩৮.	হাতেম আলি	সেপাই-পুলিশ	উজিরপুর, বরিশাল	
৩৯.	হিংগুল হাজরা	এ.এস.আই., পুলিশ	দক্ষিণপাড়, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	
৪০.	মনিরুজ্জামান বিশ্বাস	নায়েব সুবেদার, আর্মি	বর্ষাপাড়া, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	
৪১.	আলি আহমেদ	সুবেদার, আর্মি	হিরণ, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	

৪২.	মো: সাহেব আলি	পুলিশ সিপাই	আলিঠাপাড়া ,বালিয়াডাঙ্গা, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	যুদ্ধ কৌশলী; মুক্তিযুদ্ধকালে বিশেষ অপরাধেমৃত্যুদণ্ডে কোটালিপাড়া,দণ্ডিত।
৪৩.	শেখ আসাদুজ্জামান হাবিব	করণিক	সোনাটিয়া, বালিয়াডাঙ্গা, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	
৪৪.	এ কে এম সারোয়ার জান বিশ্বাস	পুলিশ	গোপালগঞ্জ	
৪৫.	আবদুল বারি সরদার	হাবিলদার ইবিআর	কাঠি,গোপালগঞ্জ	
৪৬.	আবদুল হাকিম বিশ্বাস	কমান্ডার ভারতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত	কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ	

নোট : কেউ শহিদ হলে, শাস্তি পেলে, স্থানান্তরে পোস্টিং হলে কমান্ডারদের অনেক পরিবর্তন হয়েছে। এমতাবস্থায় ৪২টি কোম্পানির জন্য কোম্পানি কমান্ডার-এর সংখ্যা ৬২-পর্যন্ত গড়িয়েছে।

সামরিক সংগঠন হেমায়েত কোম্পানি কমান্ডার -স্থানাপন্ন সহকারী

স্থানাপন্ন সহকারী

ভ্রাম্যমাণ সদর দপ্তর, পরিচালনা কমিটি, কোম্পানি কমান্ডার জাতীয় সকলের ক্ষেত্রেই স্বাভাবিক প্রশাসনিক স্থানাপন্ন সহকারীর ব্যবস্থা ছিল। মূল প্রধানের অবর্তমানে বা তার যুদ্ধাহত ধরনের অপরাগতায় অ্যাসিস্ট্যান্টগণ কমান্ড পরিচালনা করতেন। ৪২টি কোম্পানি কমান্ডার ও বাহিনী প্রধানের বেলায় কোঠার কড়াকড়িতে বিশেষভাবে এই নিয়ম পালিত হতো। ফলে অভাবিত আকস্মিক যত বিপদাপদই আসুক হেমায়েত বাহিনীতে কখনো নেতৃত্বের শূন্যতা দেখা দেয় নি।

কমান্ড শৃঙ্খলা

হেমায়েত বাহিনীর হেডকোয়াটারের সাথে একই কমান্ডে জড়িত ৪২টি কোম্পানি। অস্ত্র সজ্জিত সশস্ত্র যোদ্ধার সর্বমোট সংখ্যা ৫,৫৫৮ জন। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত যোদ্ধা ৩,২০০ জন। পুরা হেমায়েত বাহিনীতে রেগুলার আর্মির সৈনিক ছিলেন ৩৬৫ জন। ভারতের অস্ত্র ও ভারতে ফ্রিডম ফাইটার হেমায়েত বাহিনীতে খুবই কম ছিল।

যৌথ কমান্ডে ব্যাপক সাফল্য পেয়েছে হেমায়েত গ্রুপ। বিভিন্ন সময় মাদারিপুরের